স্বজন নিয়ে ভোট দিলেন আনিসুল, খোকন ও তাবিথ

নিজস্ব প্রতিবেদক ২৯ এপ্রিল, ২০১৫ ০০:০০ | পড়া যাবে ৪ মিনিটে

প্রিন্ট

গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ৯২ বছর বয়সী বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বনানীর বিদ্যা নিকেতন কেন্দ্রে ভোট দেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী আনিসুল হক। ছবি : কালের কণ্ঠ

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আলোচিত প্রার্থীরা গতকাল মঙ্গলবার দিনের শুরুতে স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে অ- অ অ+ নিজ নিজ ভোট দিলেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাবা, স্ত্রী ও ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বনানী বিদ্যানিকেতন কেন্দ্রে ভোট দেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র পদপ্রার্থী আনিসুল হক। সকাল ৮টায় গুলশানে মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেন একই সিটির বিএনপি সমর্থিত মেয়র পদপ্রার্থী তাবিথ আউয়াল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাবা আবদুল আওয়াল মিন্টু এবং মা ও স্ত্রী। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র পদপ্রার্থী সাঈদ খোকন।

ভোট দেওয়ার পর আনিসুল হক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি ঢাকার অলিগলিতে ঘুরেছি। মানুষের চোখে চোখ রেখেছি। শুনিনি কেউ কাউকে ভোট দিতে বাধা দিয়েছে। আশা করি, ঢাকাবাসী তাদের পছন্দের মেয়র নির্বাচিত করবে।' একই কেন্দ্রে ভোট দেন আনিসুল হকের বাবা শরীফুল হক, স্ত্রী রুবানা হক এবং তাঁর তিন ছেলে ও তিন ভাই-বোন। ৯২ বছর বয়সী শরীফুল হক বলেন, 'আমি ছেলের জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।'

রাজধানীর বনানী মডেল স্কুল, টিঅ্যান্ডটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরা উচ্চ বিদ্যালয়, নওয়াব হাবীবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পল্লবী মাজেদুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়, ডক্টর মো. শহীদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় ও মিরপুরের কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন আনিসুল হক।

পরিবেশ চমৎকার দেখলেন সাঈদ খোকন : বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষ থেকে এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করা হলেও 'উৎসবমুখর ও চমৎকার' পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে বলে মন্তব্য করেন সাঈদ খোকন। গতকাল ভোট দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সুষ্ঠু, উৎসবমুখর ও চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে মির্জা আব্বাসের এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি এ রকম কোনো ঘটনা দেখিনি। কথার কথা বলতে হবে বলছে। তারা প্রথম দিন থেকেই এ কথা বলছে।'

তাবিথ বলেন, আমাদের ক্যাম্প ভাঙলেও মন ভাঙেনি : ভোট প্রদান শেষে তাবিথ আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, 'অনেক দিন পর গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। গত সোমবার রাত পর্যন্ত পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিল। আমাদের ক্যাম্প ভাঙলেও মন ভাঙেনি। যারা আমার পোলিং এজেন্ট হতে চেয়েছিল গত দুই দিন ধরেই তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, নিরাশ করা হয়েছে। এর পরও আশায় রইলাম, দিনটি কেমন

যাবে। আশঙ্কা রয়েছে, এর পরও আমরা আশাবাদী।' সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাবিথ বলেন, 'যদি সুষ্ঠুভাবে জনগণ ভোট দিতে পারে তাহলে রায় মেনে নেব।'

ভাগ্য দোষে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি বলে সাংবাদিকদের জানান তাবিথের বাবা আবদুল আউয়াল মিন্টু। তিনি বলেন, 'অনেক দিন পর আমরা গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছি। ভোটের আগের রাতে নগরীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি ছিল।'

পরিবেশ মোটামুটি ভালো ছিল মাহীর দৃষ্টিতে : বারিধারার পার্ক রোডের ৯০ নম্বর বাড়ির ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন ডিএনসিসি নির্বাচনে বিকল্প ধারা সমর্থিত মেয়র পদপ্রার্থী মাহী বি. চৌধুরী। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভোট দেওয়ার পর মাহী সাংবাদিকদের বলেন, 'গুলশান-বারিধারায় নির্বাচনী পরিবেশ সাধারণত কখনোই খারাপ হয় না। মোটামুটি ভালো ও শান্ত পরিবেশেই ভোট গ্রহণ হচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি ভালো। কিছু কিছু এলাকা থেকে আমরা কিছু অভিযোগ পেয়েছি। কোনো কোনো জায়গায় জালভোট হয়েছে বলে জেনেছি।'

বনানী বিদ্যানিকেতন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে মাহী বলেন, 'আমি সব কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ দিইনি। তবে এখানে দিয়েছি। পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হচ্ছে বা ভয়ে আসেনি- এটি শোনা যাচ্ছে। এটি তদন্তের বিষয়। এখনই এ বিষয়ে বলা যাবে না।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন সুষ্ঠু হলে এর ফলাফল মেনে না নেওয়াটা কোনো রাজনীতির মধ্যে পড়ে না।'